দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

15

তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন

# শিক্ষাঙ্গন

## সব শিশুর জন্যই প্রাথমিক শিক্ষা

ভূমিষ্ট হওয়ার পর সকল শিশুই জানতে চায়, শিখতে চায়, পড়তে চায়। এটাই তার প্রকৃতি। সে কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও উপ-আনুষ্ঠানিকভাবেই শিখছে। হয়ত সে তার জীবন চলার পথ আদর্শের ভিত্তিতে তৈরী করে নিবে এটাই তার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মা-বাবারা তাকে স্কুলে ভর্তি করে আবার নিয়ে আসেন। তবে হ্যাঁ এটারও অনেক কারণ আছে। কারণের মধ্যে দারিদ্র্য অন্যতম। তবে যাই হোক এসব শিশুদের যখন ভালোভাবে বুঝবার সময় হয় তখন হয়ত তারা আফসোস করবে যে, এদেশের ভিক্ষাবৃত্তির অভিশাপে আজ আমাদের এই দুর্দশা। কেননা তখন তাদের মাঝে ঐ বুঝটাও আসে যে, একটি জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। অশিক্ষিত সমাজ অপরিচিতই রয়ে যায়। শিক্ষার উন্নতি যদি জাতির উন্নতি হয় তবে এটাও সত্য যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

তথ্য মোতাবেক দেখা যায় যে, এ দেশের শতকরা ৭৬ জন মানুষ নিরক্ষর। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশ শিক্ষার দিকে অনেক পিছিয়ে আছে। যার দরুন সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির অভিশাপ লেগেই আছে। সমাজে যেসব পিতা-মাতার প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞান নেই অর্থাৎ নিরক্ষর তাদের শিক্ষিত করার পরোক্ষ দায়িত্বও শিক্ষক সমাজের। পিতা-মাতার বেলায় তো নেই-ই শিশুদের বেলায়ও এ বিষয়ে কোন প্রচেষ্টা নেই। তবে এসব শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ই যথেষ্ট।

কাজেই বিদ্যালয়ে যদি শিক্ষকগণ ছাত্রদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক না রাখেন অর্থাৎ শিশুদেরকে লেখাপড়ার জন্য আগ্রহী করে না তুলেন তা হলে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ কোন কাজ হবে না, অতএব, সব শিশুই যদি প্রাথমিক শিক্ষা পায় তাহলে উপরে উল্লেখিত কাজগুলো ছাড়াও মিল-ফ্যাক্টরী, কল-কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ-কর্ম করে দারিদ্র্য কিছুটা দূর করতে পারবে। এমতাবস্থায় তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যাতে সব শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পায় সে জন্য বাংলাদেশ সরকার ও মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—আলমগীর মোহাম্মদ আদিল
গ্রাম ঃ উজানচরণত্তপাড়া,
পোঃ উচাখিলা,
উপজেলা ঃ ঈশ্বরগঞ্জ,
ময়মনসিংহ।